"মিষ্টি বাচ্চারা- অবিনাশী সার্জেনের কাছে কোনো কিছুই লুকোনো উচিত নয়, শ্রীমতের অবজ্ঞা হলে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত, তা নাহলে বোঝা (পাপ) বৃদ্ধি হতে থাকবে, নিন্দুক হয়ে যাবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যিকারের উপার্জনের আধার কি? উন্নতির পথে বিঘ্ন কেন আসে?

*উত্তরঃ - সত্যিকারের উপার্জনের আধার হলো পড়াশোনা (জ্ঞান)। যদি পড়াশোনা ঠিক মতো না হয় তাহলে সত্যিকারের রোজগার করতে পারবে না। সঙ্গ যদি সঠিক না হয় তখন উন্নতিতে বিঘ্ন আসবে। বলাও হয় যে, সৎ-সঙ্গে স্বর্গবাস (উন্নতি), অসৎ-সঙ্গে (কুসঙ্গ) নরকবাস (অবনতি)। সঙ্গ খারাপ হলে পড়াশোনা করতে পারবে না, তাই পাশও করতে পারবে না। সঙ্গদোষই পরস্পরকে রসাতলে পাঠিয়ে দেয়, তাই সঙ্গদোষ থেকে তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে অনেক সাবধান থাকতে হবে।

*গীতঃ- তুমি প্রেমের সাগর... তোমার প্রেমের এক বিন্দুর জন্য পিয়াসী মোরা....(তু প্যায়ার কা সাগর হ্যায়)

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অসীম জগতের পিতার মহিমা করে থাকে। এ হলো ভক্তিমার্গের মহিমা। তোমরা সুপুত্র বাচ্চারা এখন সম্মুখে বসে বাবার মহিমা করছো। তোমরা বুঝে গেছো যে, অসীম জগতের বাবা এসে আমাদেরকে জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন কারণ জ্ঞানের সাগর হলেন একমাত্র তিনিই। গডের (ভগবানের) মধ্যে নলেজ আছে। এটাই হল গডলী (ঈশ্বরীয়) নলেজ। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞান প্রদানকারী। কাদের জ্ঞান প্রদান করেন? বাচ্চাদের। যেমন তোমাদের মাম্মার নাম গডেজ অফ নলেজ (জ্ঞানদাত্রী) রাখা হয়েছে। তাই যখন জগৎ অম্বা হলেন গডেজ অফ নলেজ তখন তাঁর বাচ্চাদের মধ্যেও সেই নলেজ অবশ্যই থাকবে। জ্ঞানদাত্রী সরস্বতীকে ঈশ্বরই নলেজ দেন। কিন্তু কার দ্বারা দেন? এ হলো বড়ই বোঝার মতো বিষয়। জগতের মানুষ জানে না যে জগৎ অম্বা কে? একথা বাচ্চারাই জানে যে জগৎ অম্বা একজনই হবেন। নাম তো অনেক দিয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ তো জানেই না যে ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী সরস্বতী। সৃষ্টিচক্র কিভাবে পুনরাবৃত্তি হয় - সেই নলেজ গডফাদার প্রদান করেন। বাবা বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করছেন। সরস্বতী এই জ্ঞান কিভাবে পেয়েছেন? অবশ্যই তিনি প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী, তাই পরমপিতা পরমাত্মা, যিনি জ্ঞানের সাগর, তিনি এই মুখ (ব্রহ্মা) দ্বারা, সরস্বতীকে জ্ঞান দিয়েছেন, মাম্মা সেই জ্ঞান আবার অন্যদেরকেও শুনিয়েছিলেন। গডফাদার পড়ান তাই গডফাদারের সন্তানেরা অবশ্যই মাস্টার গড় হবে, তাই না। সেইজন্যই নাম রাখা হয়েছে গডেজ অফ নলেজ। বাচ্চারা একথা জানে যে, আমরা আর আমাদের মাম্মা জ্ঞানসাগরের কাছ থেকে নলেজ গ্রহণ করছি। যাঁকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভগবান তো এক। কোনো দেবতা বা মানুষ ভগবান হতে পারে না। মাম্মা যদি গডেজ অফ নলেজ হন্, তাহলে তিনি কিসের নলেজ কিসের নলেজ প্রদান করবেন? রাজযোগের। এই সহজ রাজযোগের নলেজ দ্বারা গডেজ অফ নলেজ সরস্বতীই আবার গডেজ অফ লক্ষ্মী হয়। যদি গডেজ অফ নলেজের মহিমা হয়, তাহলে বাচ্চাদেরও হবে। সকলেই হল প্রজাপিতার সন্তান। মাম্মার সন্তান বলা যাবে না। এ হলো প্রজাপিতার মুখ-কমলের সন্তান। তোমাদের এই নিশ্চয়তা থাকে যে, তোমরা সবাই হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর পিতা বলেন, আমি বাচ্চাদেরই সম্মুখে থাকি। তারাই আমাকে জানে। তাহলে জগদম্বা হলেন গডেজ অফ নলেজ। এ হলো সহজ রাজযোগের নলেজ, শাস্ত্রের নয়। ঈশ্বর এঁনাকে নলেজ দিয়েছেন তাই তাঁকে গডেজ (দেবী) বলা হয়। জগৎ অম্বা হলেন মাতা। তিনিই আবার দ্বিতীয় জন্মে গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধন-সম্পদ) লক্ষ্মী হন, যাঁর কাছে মানুষ ভিক্ষা চায়। তাই এটাই সিদ্ধ হয়েছে যে, বাবার দ্বারা জগৎ-অম্বা রাজযোগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছেন। ওঁনাকে গডেজ অফ নলেজ বলা হয়। নলেজ হল সোর্স অফ ইনকাম। এ হল সত্যিকারের উপার্জন যা সত্য বাবার থেকে প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে সত্যিকারের উপার্জন করছো। যদি পড়া না করে তাহলে সত্যিকারের উপার্জন করতে পারবে না। সঙ্গ যদি ঠিক না হয় তবে পড়তে পারবে না, উন্নতি হবে না। সত্-সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ-সঙ্গে (কুসঙ্গ) অধঃপতন (ডুবে যাওয়া)। সঙ্গ খারাপ হলে, পড়া না করলে অকৃতকার্য হয়ে পিছনে বসে থাকবে। টিচার জানেন যে এর কারণ কী। কিন্তু বাবা জানে না। হ্যাঁ, এতোটা তো বাবা বোঝেন যে পড়া কম করছে, সঙ্গও নিশ্চয়ই খারাপ সেই কারণেই অকৃতকার্য হয়ে যায়। মনে করো, পরস্পরের মধ্যে প্রেম রয়েছে, দুজনেই পড়া করে না তখন দুজনেই পরস্পরকে রসাতলে নিয়ে যায়। বাবা বোঝেন যে এরা পড়ে না, তাই এদের আলাদা করে দেওয়া উচিৎ। পড়া (জ্ঞান) না করা মানুষকে বলা হয় অবুঝ বা অজ্ঞানী। পড়া করলে বলা হবে বুঝদার। ভগবানের শ্রীমতে না চললে বলা হবে যে এ হলো প্রকৃত/সৎ-বাচ্চা (সৌতেলা)। কিন্তু তারা এর অর্থ জানে না। তোমরা জানো - কেউ যদি না পড়ে তাহলে সে পতিত ছিল আর পতিত-ই থেকে যাবে, অকৃতকার্য হয়ে ভাগন্তী হয়ে যাবে

(পালিয়ে যাবে)। বাবা বলেন যে- ওহে! রাবণ, তুমি আমার বাচ্চাদেরকে হরণ করেছো। রাবণ কত শক্তিশালী। বাচ্চারা শয়তানের মতে চলতে শুরু করে। শ্রীমতে চলে না। নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করা উচিৎ - প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা বাবার মতানুসারেই চলব। যারা শ্রীমতে চলে না তাদের আসুরীক মতানুসারী বলা হবে। বাবা বোঝেন যে এরা উচ্চপদ লাভ করতে পারবে না, কাউকে বোঝাতে পারবে না, তাই বলা হয় যে রাবণের বশীভূত। যোগ না থাকার কারণে বুদ্ধি শুদ্ধ হয় না। বুদ্ধির যোগও তো চাই। ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের চালচলন অনেক রয়্যাল (অভিজাত) হওয়া উচিত I জন্মানোর পরেই কেউ সুযোগ্য রাজা হয়ে যেতে পারে না। সেই কারণেই বাবা বলেন যে, শ্রীমতে চলে ৫ বিকাররূপী রাবণের উপর জিৎ প্রাপ্ত করতে হবে। যারা শ্রীমতে চলে না বাবা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে এরা আসুরীক মতে রয়েছে। তাদের মধ্যে আবার কেউ ৫ পার্সসেন্ট শ্রীমতে চলে, কেউ ১০ পার্সসেন্ট শ্রীমতে চলে। তারও হিসাব আছে।

তাই জগৎ অম্বা হলেন একজনই। জগৎ অম্বা হলেন ব্রহ্মা মুখবংশাবলী সরস্বতী। এ হলো ওঁনার সম্পূর্ণ নাম। সরস্বতীকেই বীণা দেওয়া হয়। ইনি হলেন গডেজ অফ নলেজ, তো অবশ্যই ওঁনার সন্তানও আছে। তাদেরও বীণা থাকা উচিৎ। দেখো, কল্পবৃক্ষের ঝাড়ের চিত্রে এই সরস্বতী হলো ব্রহ্মাকুমারী, রাজযোগ শিখছেন, ইনিই আবার সত্যযুগে গিয়ে লক্ষ্মী হবেন, গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধনের দেবী)। এর মধ্যেই হেল্থ, ওয়েল্থ (সম্পদ), হ্যাপীনেস (সুখ) সব চলে আসে। এই প্রাপ্তি পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই দিতে পারবে না। হেভেনলী গডফাদার হলেন তিনিই। এখন দেখো, মাম্মা সার্ভিস করছেন। মনে করো, মাম্মাকে যদি কোথাও আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে প্রথমেই মাম্মার অক্যুপেশন জানতে হবে। প্রথমে জ্ঞাত হতে হবে যে - ইনি কে? দুনিয়ার মানুষ তো জানে না। বলা হয়, কৃষ্ণ-কেও গালি শুনতে হয়েছিল। কিন্তু এ তো হতে পারে না, অসম্ভব। সবচেয়ে বেশি গালি খেতে হয়েছিল শিববাবা-কে, আর দ্বিতীয় নম্বরে গালি খেয়েছিলেন ব্রহ্মা। কৃষ্ণ আর ব্রহ্মা। কিন্তু কৃষ্ণকে কেউ গালি দিতে পারে না। মানুষের একথা জানা নেই যে সরস্বতীই হলেন গডেজ অফ নলেজ, ভবিষ্যতে রাধা হবেন। আর, স্বয়ংবরের পরে লক্ষ্মী হন, গডেজ অফ ওয়েল্থ। এরমধ্যেই স্বাস্থ্য, ধন, সুখ - সবই এসে যায়। বোঝানোর জন্য তোমাদের অনেক নেশা থাকা উচিৎ। মাম্মা কে? একথা বোঝাতে হবে। তিনি হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। ভারতবাসীরা কিছুই জানে না। নলেজ নেই তাই। অনেক কুসংস্কার (অন্ধশ্রদ্ধা) রয়েছে। ভারতবাসীরা অনেক ব্লাইন্ড ফেথ (অন্ধবিশ্বাস) মধ্যে রয়েছে। কার পূজা করে তাও জানে না। খ্রীষ্টানরা তাদের খ্রীষ্টকে জানে। শিখরা জানে যে গুরুনানক শিখ ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। নিজেদের ধর্ম-স্থাপককে জানে। শুধুমাত্র ভারতবাসী হিন্দুরাই জানে না। অন্ধশ্রদ্ধায় পূজা করতে থাকে, অক্যুপেশনের (কর্তব্য) বিষয়ে কিছুই জানে না। কল্পের আয়ু বেশী করে দেওয়ার ফলে কিছুই বুঝতে পারে না। ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদিরা পরে এসেছে। তাদের সামনে অবশ্যই এই দেবতারা থাকবে। তারাও এতোটাই সময় থাকবে। সবধর্মের জন্য আধাকল্প লাগে, তাহলে আর বাকি এই ধর্মের জন্য আধাকল্প দিতে হবে। লক্ষ লক্ষ বছর তো বলা যেতে পারে না। তোমরা জগদম্বার মন্দিরে গিয়ে বোঝাও - এই গডেজ অফ নলেজ-কে জ্ঞান কে দিয়েছেন? এমন তো আর বলবে না যে কৃষ্ণ জগৎ অম্বাকে নলেজ দিয়েছেন। কিন্তু একথাও সেই বোঝাতে পারবে যার বোঝাবার প্র্যাকটিস ভালো আছে। কারো-কারো তো অনেক দেহ- অভিমান থাকে। কোনো না কোনো আত্মীয় পরিজন ইত্যাদি স্মরণে আসে। বাবা বলেন, অন্যদেরকে স্মরণ করলে আমাকে স্মরণ করতে ভুলে যাবে। তোমরা গায়নও করো যে, অন্য সব সম্বন্ধ ছেড়ে আমরা একজনের সাথেই সম্বন্ধ জুড়বো। তিনি তো এখন এখানে বসে আছেন। বাবা আমরা তোমার শ্রীমতেই চলব। এমন কোনো কর্ম করবে না যাতে নাম বদনাম হয়ে যায়। অনেক বাচ্চারা এমন-এমন কর্ম করে, যাতে নাম বদনাম হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ বোঝে ততক্ষণ পর্যন্ত গালি দিতেই থাকে। নাম গৌরবান্বিতও করে। ওহো! তোমার লীলার গায়ন রয়েছে, তাই না। কিন্তু কেবল বাচ্চারাই বুঝতে পারে, আর কেউ জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি নিষ্কাম সেবা করি। অপকারীরও উপকার করি। ভারতকেও সোনার পাখীতে পরিণত করি। আমি হলাম নম্বর ওয়ান উপকারী। কিন্তু মানুষ আমাকে সর্বব্যাপী বলে অনেক গালি দেয়। আমি তো তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে নলেজ প্রদান করি। এই জ্ঞান-যজ্ঞে আসুরী সম্প্রদায়ের অনেক বিঘ্ন পড়ে। বাবা বোঝান যে, যে বাচ্চারা ভালভাবে বুঝতে পারে না, তাদের জন্যই নাম বদনাম হয়। তারা বাবার নিন্দা করে। অনেক বাচ্চারা তো খুব ভালো সার্ভিস করে, আবার অনেকে ডিসসার্ভিসও করে। একদিকে যেমন কেউ কনস্ট্রাকশন (কিছু নির্মাণ করে) করে আবার আরেকদিকে ডেসট্রাকশনও (ধ্বংস) করে কারণ জ্ঞান থাকে না তাই। এখন সূর্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজধানী স্থাপন করা হচ্ছে। যারা সম্পূর্ণ রীতি অনুযায়ী বুঝতে পারে না তাদেরকে বোঝাতে হবে। করুণা তো হয়ই, তাই না। বাবার হয়ে গেল অথচ উত্তরাধিকার নিল না, তাহলে সেটা কি কোনো কাজের হল! বাবাকে পেয়েছো তো সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে উত্তরাধিকার নেওয়া উচিত , শ্রীমতে চলা উচিত I এমন কাজ কখনোই করা উচিত নয় যার ফলে বাবার নিন্দা হয়। বাবা জানেন যে কাম, ক্রোধ হলো মহাশত্রু। এরফলে নাক-কান ধরতে হয়। এতো হবেই। এর থেকে দূরে যেতে হবে। কেউ কেউ নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সব বাচ্চারা তো একই রকম হয় না। বাবা তাও সাবধান করেন - সদা সজাগ

(খবরদার) থাকো! এমন অকাজের কাজ করে যদি নিন্দা করাও তবে পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। মহাবীরের সাথে মায়াও মহাবীরের মতো লড়াই করে। বাবাকে স্মরণ করতে-করতে মায়ার তুফান কোথায় নিয়ে যায়। বাচ্চারা কেউ সত্যকথা বলে না। পরামর্শও নেয় না। অবিনাশী সার্জেনের কাছে কিছু লুকোনো উচিত নয়। যদি না বলো তবে আরো অস্বচ্ছ (নোংরা) হয়ে যাবে। এমন নয় যে, বাবা হলেন জানিজাননহার (সর্বজ্ঞ), সব বোঝেন। না, তোমরা যে অবজ্ঞা করো বলো - শিববাবা, আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা না চাইলে তো ভুল হতেই থাকবে। নিজের মাথার উপর পাপ চড়তেই থাকবে। বাবা তো বোঝান যে কল্প-কল্পান্তরের জন্য নিজের পদপ্রাপ্তিকে ভ্রষ্ট করো না। যদি এখন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে না পারো তাহলে কল্প-কল্পান্তর এমনই দশা হবে। এ হলো নলেজ। বাবা জানেন যে, পূর্ব কল্প অনুযায়ী রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। বাপদাদা ভালভাবেই বুঝতে পারেন। ইনি তো আবার উপযুক্ত বাচ্চা। মাতাদের মহিমা বৃদ্ধি করতে হবে, মাতাদের সামনে রাখা হয়। গোপদের (ভাইদের) বোঝানো হয় যে তাদের (মাতাদের) এগিয়ে নিয়ে দাও। ভাইয়েরাও অনেক সার্ভিস করতে পারে। চিত্র দিয়ে বোঝাও - উচ্চ থেকে উচ্চতম হলো ভগবান। তার নীচে হল ত্রিমূর্তি - ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর। তারমধ্যেও উচ্চ কে, কার নাম? সকলে বলবে প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যার দ্বারা উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। শংকর বা বিষ্ণুকে পিতা বলা হয় না। তাদের থেকে কোনো উত্তরধিকার পাওয়া যায় না। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তাকেই বলা হয়। তাঁর থেকে কি উত্তরাধিকার পাওয়া যায়? ব্রহ্মা হলেন শিববাবার বাচ্চা। শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, হেভেন স্থাপন করেন যিনি, তাই অবশ্যই হেভেনের শিক্ষা পাওয়া যায়। এই শ্রীমত হলো রাজযোগের জন্য। ব্রহ্মার দ্বারা বাবা শ্রীমত প্রদান করেন। এই শ্রীমৎ হলো দেবতা হওয়ার জন্য। ব্রহ্মাকুমারী থেকে শ্রীলক্ষ্মী, গডেজ অফ ওয়েল্থ (ধনদাত্রী)। এরা হলো ব্রাহ্মণ আর ওঁনারা হলেন দেবী-দেবতা। নিরাকারী দুনিয়াতে তো সব আত্মারা থাকে। বাচ্চাদের অনেক বোঝানো হয় কিন্তু যার বোঝার ক্ষমতা আছে সে-ই বোঝে। মানুষ তো অন্ধবিশ্বাসে সন্ন্যাসী, গুরুদের শিষ্য হয়ে যায়। তাদের থেকে কি পাবে, সেটাও জানে না। টিচার তো তাও জানে যে কী পদবী পাবে। বাকি যারা ফলোয়ার তাদের প্রাপ্তি কি, কিছুই জানে না। এটা হলো অন্ধশ্রদ্ধা। ফলোয়ার্স তো কেউ-ই হয় না। না তারা তোমাদের তৈরী করে আর না তোমরা ওদের মতো তৈরী হও। প্রধান এইম অবজেক্ট কী- কিছুই জানে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সঙ্গদোষ থেকে সদা সুরক্ষিত থাকতে হবে। সত্যিকারের পড়া পড়ে সত্যিকারের উপার্জনের স্টক (সঞ্চয়) জমা করতে হবে।

২) প্রতিটি পদক্ষেপে বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। একথা নিজের কাছেই প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদানঃ- সমস্ত অভিযোগের ফাইলগুলিকে সমাপ্ত করে ফাইন (নিখুঁত) কর্মযোগী ভব

যেরকম আত্মা আর শরীর কম্বাইন্ড থাকার অর্থ হল জীবন, তেমনই কর্ম আর যোগ হল কম্বাইন্ড। ২-৩ ঘন্টার যোগী নয়, যোগী জীবন যাপনকারী। তাদের যোগ স্বতঃ আর সহজ হয়, তাদের যোগ ভঙ্গই হয় না, যে পুনরায় যোগযুক্ত হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। তাদের কোনও বিষয়ে অভিযোগ থাকে না। স্মরণে থাকার কারণে সব কাজ সহজেই সফল হয়ে যায়। ফাইন (নিখুঁত) হতে থাকা আত্মাদের সব ফাইল সমাপ্ত হয়ে যায়, কেননা যোগী জীবন হল সর্বপ্রাপ্তির জীবন।

স্লোগানঃ- সবসময় করাবনহার বাবা স্মরণে থাকলে নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;